

ବ୍ୟାକ

ହୃଦୟକର୍ମକାମ

ବ୍ୟାକିଳା

কলমি শাকের স্বাস্থ্য উপকারিতা



কলমি শাক অঁশুভূত একটি খাবার। এর পুষ্টিগুণ অনেক। কলমি শাকে আছে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য উপাদান। বিশেষজ্ঞদের মতে থানুকুনি, কচু কিংবা পুইশাকের চেয়েও এ শাকের পুষ্টিগুণ বেশি। এই শাকের বিভিন্ন রেসিপি হয়ে থাকে। যেমন- ভর্তা, ভাজি, চচড়ি, পাকোড়া, চপ ইত্যাদি। এই শাকে রয়েছে অনেক ওযুধি গুণ। বিশেষজ্ঞরা বলেন, প্রতি ১০০ গ্রাম কলমি শাকে আছে ২৯ কিলোক্যালোরি, সোডিয়াম ১১৩ মিলিগ্রাম, পটাসিয়াম ৩১২ মিলিগ্রাম, খাদ্যাংশ ২.১ গ্রাম, প্রোটিন ৩ গ্রাম, কর্বেহাইড্রেটস ৫.৪ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ৭.৩ মিলিগ্রাম, ফসফরাস ৫০ মিলিগ্রাম, লোহ ২.৫ মিলিগ্রাম, জলীয় অংশ ৮২.৯.৭ গ্রাম পৃষ্ঠি উপাদান। কলমি শাকে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ ক্যালসিয়াম। এটি হাড় ও দাঁত মজবুত করতে সাহায্য করে। ছেঁটি শিশুদের নিয়মিত কলমি শাক খাওয়ালে তাদের হাড় মজবুত হয়। কলমি শাকে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিত্তামিন "সি"। এটি অ্যাস্টি-অক্সিডেট হিসেবে কাজ করে এবং শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে থাকে। কলমি শাক বসন্ত রোগের প্রতিমেধক হিসেবে কাজ করে। পর্যাপ্ত পরিমাণে লোহ থাকায় এই শাক রক্ত শুন্যতার রোগীদের জন্য দারুণ উপকারি। সারা দেহে প্রয়োজনীয় রক্ত সরবরাহ ঠিক রাখতে এই শাক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। জন্মের পর শিশু মাঝের বুকের দুধ না পেলে কলমি শাক বান্ধা করে মাকে খাওয়ালে শিশু পর্যাপ্ত পরিমাণে দুধ পাবে। এক্ষেত্রে কলমী শাকের সঙ্গে ছোট মাছ দিয়ে রান্না করে খেলে মায়ের দুধ বৃদ্ধি পাবে। এবং তখন বাচ্চা বেশি দুধ পাবে। আঁশে ভর পূর একটি খাবার কলমি শাক। এটি খাদ্য হজম, খাদ্য পরিপাক ও বিপাক ক্রিয়ায় সাহায্য করে। নিয়মিত কলমি শাক খেলে কোষ্ঠকাঠিন্য সমস্যা দূর হয়। রাত কানা রোগে এই

আঞ্জনি হলে করণীয়

চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় একে
বলা হয় “স্টাই বা হারডিয়োলাম”।
চোখে অনেক ক্ষুদ্র তেল থাই
আছে। বিশেষ করে চোখের পাতার
উপর। সেই থাইগুলোতে মৃত
কোষ, ঘয়লা, তেল জমে ঐ
মুখগুলো বন্ধ হয়ে যায়। সেখানে
ব্যাক্টেরিয়ার সংক্রমণ ঘটে। এর
থেকেই আঝন্দির মতো সমস্যা
হয়।

তেল শুকিয়ে যাবে। ব্যথাও দ্রুত
কমবে। চোখে আঝন্দি হলে
ভুলেও মেক আপ করবেন না
এতে অন্য চোখেও ব্যাক্টেরিয়ার
সংক্রমণ বাড়ে। মেক আপ করলে
তার থেকেও সংক্রমণ বাড়তে
পারে। এই সময়ে চোখে কোনো
ধরনের লেন্স না পরাই ভাল। এতে
সমস্যা বাড়তে পারে।

চায়ে অ্যান্টি-ব্যাক্টেরিয়াল গুণ

এই সমস্যা প্রায়ই আমাদের ভোগায়। কিন্তু কীভাবে আঞ্জনির সমস্যা কমাবেন? কিছু ঘরোয়া উপায়েই কমিয়ে ফেলা যায় এই সমস্যা। চলুন তবে জেনে নেয়া



যাক ঘরোয়া উপায়ে কীভাবে আঙ্গনির সমস্যা কমাবেন সে সম্পর্কে— নরম কাপড় বা রক্তমাল দিয়ে খুব হালকা হাতে গরম সেঁক দিন। বেশি চাপ দিয়ে সেঁক দেবেন না। এতে সংক্রমণের আশঙ্কা কমবে। প্রাথির মুখে জমে থাকা পারেন। তবে ক্যাস্টর অয়েল লাগানোর আগে ভাল করে দেখে নিন তেলটির মেয়াদ কবে উত্তীর্ণ হচ্ছে। যদি মেয়াদের মধ্যে থাকে, তা হলে ব্যবহার করতে পারেন ব্যাক্টেরিয়াজাত সংক্রমণের আশঙ্কা এতে করে।

ଦୁଧ ଆର ଡିମ ଏକମଞ୍ଜେ ଖାଓୟା କି ଠିକ

অধিকাংশ বাড়িতেই সকালের খাবারে টেবিলে সেদ্ধ ডিম কিংবা অমলেটস, সঙ্গে একগুচ্ছ দুধ থাকে। অনেকে আবার শরীরের ফিটনেস বাঢ়াতে দুধের সঙ্গে কাঁচা ডিম মিশিয়ে খেয়ে ফেলেন। কিন্তু ডিম আর দুধ কি একসঙ্গে খাওয়া যায়? এ নিয়ে যুগ যুগ ধরে বিতর্ক চলে আসছে। অনেকের মতে, ডিম আর দুধ একসঙ্গে খেলে হজমে সমস্যা হতে পারে। আবার অনেকে বলেন, হজম করতে পারলে দুধ আর ডিম একসঙ্গে নিশ্চিন্তে খাওয়া যায়। দুধ, ডিম উভয়ই স্বাস্থ্যকর এবং উচ্চ প্রোটিন সমৃদ্ধ। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, একসঙ্গে দুধ ও ডিম খাওয়ার ফলে নানা ধরণের স্বাস্থ্য সমস্যা হতে পারে। চলুন জেনে নেওয়া যাক কী কী সমস্যা হতে পারে।

তাদের মতে, ডিম-দুধ উভয়ই হেলদি ফ্যাট, প্রোটিন, অ্যামিনো অ্যাসিড এবং ক্যালসিয়ামে পরিপূর্ণ, যা শরীর এবং মস্তিষ্কের বিকাশ ও ভালো কার্যকারিতার জন্য প্রয়োজন। তবে একসঙ্গে দুই বকমের প্রোটিন খেলে হজমে সমস্যা হতে পারে। এছাড়া, পেট ফুলে থাকা, অস্বস্তি, পেটে ব্যথা, এমনকি ডায়রিয়াও হতে পারে। কেউ কেউ বলেন দুধ

ও ডিম একসঙ্গে খেলে পেশী শক্তিশালী হয়। আবার অনেকের মতে, এই মিশ্রণটি বদহজমের অন্যতম কারণ এবং অনেক সময় ত্বকে ইনফেকশন হতে পারে। তবে বেকিং এবং বান্ধার ক্ষেত্রে ডিম-দুধের মিশ্রণের কোনও পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হয় না; বরং এই দুইয়ের মিলনেই খাবারের স্বাদ ও টেক্সচার উন্নত হয়। তবে, কাঁচা ডিম মিশিয়ে খেলে বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যা হতে পারে বিশেষজ্ঞদের আরও মত, দুধের সঙ্গে কাঁচা ডিম মিশিয়ে খেলে হজমের সমস্যা শুরু হতে পারে। এবং সালমোনেলার মতে প্রোগত হতে পারে। দুধ এবং কাঁচা ডিম একত্রিত করলে ফুড প্যাজনিং এবং বায়োটিনের ঘাটতি হতে পারে। এই কারণেই দুধের সঙ্গে কাঁচা ডিম মিশিয়ে খাওয়া অত্যন্ত খারাপ যাবা। পেশী গঠনের চেষ্টা করছেন, তারা প্রায়ই পেশী এবং শরীরের দ্রুত বিকাশের জন্য কাঁচা ডিম ও দুধ খান। তবে দিনের পর দিন এটি খেলে কোলেস্টেরলের ঝুঁকি বাঢ়তে পারে। তাই রান্না করা ডিম এবং দুধ খাওয়াই ভালো। তবে এই দুই ধরনের প্রোটিন খাওয়ার মধ্যে এক ঘট্টা গ্যাপ রাখা

সুই থাকতে এখন থেকেই যা
কিছু রাখবেন রোজের ডায়েটে

দেহের বয়স বাড়ে, মনের বয়স
না বাড়লে মনের উপর বাড়তি
চাপ তো পড়েই। আর তাই ৩০
মানেই একাধিক পরিবর্তন আসে
শরীরে, মনে। ছেলে এবং মেয়ে
উভয়েই এই সময় নিজের
শরীরের উপর খেয়াল রাখা
উচিত। কারণ এই সময়
হরমোনের যেমন পরিবর্তন হয়
তেমনই শারীরিক নানা পরিবর্তন
আসে। শরীর ঠিক রাখতে পুষ্টির
প্রয়োজন। ৩০ বছর বয়সে এসে
অধিকাংশের মধ্যেই ওজন বেড়ে
যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায়।
ডায়াবিটিস, কোলেস্টেরল,
ট্রাইগ্লিসারাইড- একাধিক সমস্যা
শরীরে জাঁকিয়ে বসে। এছাড়াও
মেয়েদের ক্ষেত্রে শরীরে দেখা
দেয় ক্যালশিয়ামের অভাব।
হাঁটুতে ব্যথা, ঘাড়ে ব্যথা, কোমরে

ব্যথা- এই ব্যাথার কোনও কমতি
থাকে না। আর তাই শারীরিক ও
মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখতে
এই সময় রোজকার ডায়েটের
প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া
প্রয়োজন। এই তালিকায় প্রথমেই
রয়েছে সবজি। সুস্থ শরীরের জন্য
রোজ নিয়ম করে সবজি খাওয়ার
পরামর্শ দেন চিকিৎসকে। সব
বয়সের সব মানুষেরই প্রতিদিন
নিয়ম করে সবজি খাওয়া দরকার।
শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় খনিজ,
অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, পুষ্টি আসে এই
খাবার থেকেই। পালং শাক,
ব্রকোলি, গাজর, টমেটো, সিম,
ভুট্টা। এসব রাখতে হবে
রোজকারের ডায়েট।
ক্যাপসিকাম, মাশরংম, রসুম
এসবও নিয়ম করে রাখতে হবে
রোজকারের ডায়েট। এছাড়াও

রোজ একবাটি করে ফল খেতে হবে। আপেল, পেঁপে, সবেদা, তরমুজ রোজ খান নিয়ম করে। ডাল খেতেই হবে এক বাটি করে। যে কোনও ডাল চলতে পারে। তবে এক্ষেত্রে সবচাইতে ভাল হল মুসুরের ডাল। মুসুর ডালের মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণ প্রোটিন। টমেটো, রসুন, আদা, পেঁয়াজ দিয়ে বানিয়ে নিন মুসুরের ডাল। সৃজনের মত খেলে শরীরের একাধিক উপকার হবে। শরীরের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ হল ক্যালশিয়াম। আর তাই রোজকারের ডায়েটে নিয়ম করে দুধ, দই পরিন এসব অবশ্যই রাখতে হবে। শরীরে ক্যালশিয়ামের ঘাটতি মেটাতে দুধের চাইতে ভাল আর কিছুই হয় না। এছাড়াও রোজ একবাটি বাঢ়িতে পাতা টকদই খেতে পারলে খুবই ভাল। খেতে পারেন রাইতা বানিয়ে। বিভিন্ন ধরনের বীজ রাখুন ব্রেকফাস্টে বীজের মধ্যে থাকে একাধিক ভিটামিন, অ্যামাইনো অ্যাসিড যা শরীরের জন্য খুবই প্রয়োজন দুধ দিয়ে চিয়া সিডস খেতে পারেন ব্রেকফাস্ট। এতে অনেকগুণ পর্যব্রত পেট ভরা থাকে এছাড়াও বিভিন্ন বীজ আর সিরিয়ালস একসঙ্গে মিশিয়ে খাওয়া যেতে পারে। রোজ সকালে দিন শুরু করুন হলুদ আদা, মধু, দারচিনি দেওয়া চাই দিয়ে। হলুদ আর আদার মধ্যে একাধিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যা আমাদের শরীরে বেঁগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বাড়ায় একাধিক সংক্রমণের হাত থেকেন্তে রক্ষা করে। আর তাই রোজ হলুদ মেথি এসব নিয়ম মেনে খান।

পরের ভূমিকম্পটি হতে পারে
ভয়ঙ্কর, খবর শোনালেন বিজ্ঞানীরা



২০১৫ সালে নেপালের ভয়াবহ ভূমিকম্পের কথা নিশ্চয়ই মনে রয়েছে? ভয়াবহ ওই ভূমিকম্পে প্রায় ধৰংসই হয়ে গিয়েছিল নেপাল। ভারতেও প্রভাব পড়েছিল সেই ভূমিকম্পের। সেই স্থৃতি উসকেই মঙ্গলবার মধ্যরাতে ফেরে ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে নেপাল। খিঁটার ক্ষেত্রে কম্পনের মাত্র ছিল ৬.১।

থাকা ভারতীয় প্লেটের উপরে অম্বাগত ইউরেশীয়ান প্লেটের চাপের কারণেই ভূমিকম্প হয়। হিমালয়ের নীচে দুই পাতের সংঘর্ষে এই ভূমিকম্প অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা। গোটা হিমালয় অঞ্চলটিই ভূমিকম্প প্রবণ। ওই অঞ্চলে শক্তিশালী ভূমিকম্প হওয়ার সম্ভাবনাও সরবদাই থাকে।” পুরবর্তী সময়ে যদি

আগে থেকে নিজেদের প্রস্তুত রাখা প্রয়োজন। এতে বড় ক্ষয়ক্ষতি যেমন এড়ানো যায়, তেমনই ভূমিকম্পও দক্ষ হাতে মোকাবিলা করা যাবে। পরামর্শ হিসাবে তিনি জানিয়েছেন, ভূমিকম্প প্রবণ অঞ্চলে বাড়ি এমনভাবে বানানো উচিত, যা ভূমিকম্পেও বিশেষ প্রভাবিত হবে না। জাপানেও এই পদ্ধতিকেই বাড়ি বানানো হয়।

মাত্রা ছিল ৬.৩।
 এই ভূমিকম্পের প্রভাব পড়েছে ভারতেও। দিল্লি, উত্তর প্রদেশ, বিহার-সহ একাধিক রাজ্য রাত দুটো নাগাদ পরপর দুইবার কেঁপে ওঠে। বুধবার মধ্য রাতেও ভূ মিকম্প হয় আনন্দমান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। একের পর এক ভূ মিকম্প হওয়ার পরই উ দেবগ প্রকাশ করেছেন বিজ্ঞানীরা। হিমালয় অঞ্চলে বড়সড় ভূমিকম্প হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলেও সতর্ক করেছেন বিজ্ঞানীরা। নেপালের মতো পরিস্থিতি যাতে ভারতেও না হয়, তার জন্য আগে থেকেই প্রস্তুতি নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হল। মঙ্গলবার মধ্য রাতে নেপালে ৬.৩ মাত্রার ভূমিকম্প হওয়ার পরই কম্পন অনুভূত হয় দিল্লি, বিহার, উত্তর প্রদেশ, উত্তরাখণ্ডেও। এত দূর অবধি কম্পন অনুভূত হওয়ার কারণ নিয়ে ওয়াদিয়া ইন্সটিউট অব হিমালয়ান জিওলজির সিনিয়র জিওগ্রাফিস্ট অজয় পাল বলেন, “ভারতীয় ও ইউরোশীয়ান প্লেটের সংঘর্ষের ফলেই হিমালয়ের উত্পত্তি হচ্ছে। ভগ্নপ্রেরণ নীচে থাকে। পরবর্তী সময়ে যাদ হিমালয় অঞ্চলে ভূ মিকম্প হয়, তবে তা অত্যন্ত শক্তিশালী হবে বলেই জানিয়েছেন বিজ্ঞানী। রিখটার স্কেলে এই কম্পনের মাত্রা ৭ বা তারও বেশি হতে পারে। কবে এই ভূমিকম্প হবে, তার পূর্বাভাস দেওয়াও সম্ভব নয় বলেই তিনি জানান। এই বিষয়ে তিনি বলেন, “কেউ জানে না কবে এই ভূমিকম্প হবে। পরের মুহূর্তেও হতে পারে, আগামী মাস বা ১০০ বছর পরেও এই ভূমিকম্প হতে পারে।” উল্লেখ্য, বিগত ১৫০ বছরে মোট চারটি বড় ভূ মিকম্প হয়েছে হিমালয়ে। ১৮৯৭ সালে শিলংয়ে ব্যাপক কম্পন অনুভূত হয়েছিল। এরপরে ১৯০৫ সালে কাঙ্গারায়, ১৯৩৪ সালে বিহার-নেপাল সীমান্তে ও ১৯৫০ সালে অসমে কম্পন অনুভূত হয়। এছাড়া ১৯৯১ সালে উত্তরকাশীতে, ১৯৯৯ সালে চামোলি ও ২০১৫ সালে নেপালেও ভয়াবহ ভূ মিকম্প হয়। সিনিয়র জিওগ্রাফিস্ট অজয় পাল জানান, যেহেতু ভূ মিকম্পের পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব নয়, তাটো পদ্ধতিতেই বাড়ি বানানো হয়। এছাড়া প্রত্যেক বছরই অন্তত একবার মক ড্রিল করা উচিত। যদি এই কাজগুলি করা যায়, তবে ভূমিকম্পের প্রভাব ৯৯.৯৯ শতাংশে কমিয়ে ফেলা সম্ভব। জাপানেরই উদাহরণ টেনে ডঃ পাল বলেন, ‘‘জাপান ভূ মিকম্পপ্রবণ হওয়ায়, সে দেশে আগে থেকেই বিভিন্ন প্রস্তুতি নিয়ে রাখা হয়। সেই কারণেই বারবার ছোট-বড় ভূ মিকম্প হলেও, জাপানে প্রাণহানি বা সম্পত্তির বিশেষ ক্ষয়ক্ষতি হয় না’। তিনি জানান, ওয়াদিয়া ইন্সটিউটের তরফে প্রায় সময়ই হিমালয়ের কোনে অবস্থিত ধ্রাম ও স্কুলগুলিতে বিশেষ দল পাঠ্যনো হয় সচেতনতা তৈরির জন্য। ওই ইন্সটিউটেরই অপর জিও-ফিজিস্টিট নরেশ কুমার জানান, উত্তরাখণ্ড সেসমিক জোন চার ও পাঁচের মাঝে অবস্থিত। সেই কারণে এই অঞ্চলটি অত্যন্ত ভূ মিকম্প প্রবণ। হিমাচল প্রদেশ ও উত্তরাখণ্ডে প্রায় ৬০টি ভূ মিকম্প পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে সেসমিক প্লেটগুলির গতিবিধির উপরে নজর রাখার জন্য।

শাক যে কোনও সবজিকে দশ গোল দেয়

সামাজিক মূল্যবোধের পাশাপাশি
দেশ ও জাতি গঠনে গুরুত্বের
মূল্যবান ভূমিকা রয়েছে : অর্থমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ও জুলাই।। সামাজিক মূল্যবোধের পাশাপাশি দেশ ও জাতি গঠনে গুরুদের মূল্যবান ভূমিকা রয়েছে। গুরুদের এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দেশ আদ্বার সঙ্গে মরণ করছে। আজ উদয়পুরে রাজ্যিক কলাক্ষেত্রে গোমতী জেলাভিত্তিক গুরুপূর্ণিমা ও গুরু সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে অর্থমন্ত্রী প্রণজিং সিংহ রায় একথা বলেন। তিনি বলেন, এই দিনটিতে আধ্যাত্মিক গুরুর পাশাপাশি শিক্ষা গুরুদেরও মরণ করা হয় এবং তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। ছাত্রছাত্রীদের থেকে শুরু করে প্রত্যেকেই তাদের গুরুর আশীর্বাদ পেতে সচেষ্ট থাকেন।। গুরুদের আশীর্বাদ পেলে অনেক কাঠিন কাজও সহজেই সম্পন্ন করা যায়। অনুষ্ঠানে এছাড়াও সমাজে গুরুদের অবদান নিয়ে আলোচনা করেন। গোমতী জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাপতিপ্রতি দেবল দেব রায়, গোমতী জেলার জেলাশাসক গভেকর ময়ুর রতিলাল, আমতলী বিবেকনগরাঞ্চিত রামকং'য় মিশনের মহারাজ স্বামী ভক্তিসুধানন্দ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিগণ রামকং'য় মিশনের মহারাজ স্বামী ভক্তিসুধানন্দ এবং অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক পীয়ম চক্রবর্তীকে সম্মর্ধনা প্রদান করেন। তাঁদের হাতে মানপত্র, উত্তরীয় ও শাল তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উদয়পুর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন শীতল চন্দ্র মজমদার। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে এবং গোমতী জিলা পরিষদ, উদয়পুর পুর পরিষদ এবং বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের যৌথ সহযোগিতায় এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।

বাংলাদেশে রফতানি শুরু ভারতের, সাতক্ষীরা দিয়ে পৌঁছল উট্টাক কাঁচালঙ্ঘা

চাকা, ও জুলাই (হি. স.) : কঁচালঙ্কার বালে এখনও মুখ পুড়েছে বাংলাদেশবাসীর। দুদের পরের দিন থেকে বাংলাদেশে হৃষি করে বেড়েছে হেঁশেলের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্ত্রটির দাম। বাড়তে বাড়তে দাম পৌঁছে ছিল ১০০০ টাকায়। তবে সপ্তাহাতে এই সমস্যা কিছুটা লাঘব হয়েছে। পাঁচদিন দুদের ছুটি শেষে সাতক্ষীরার ভোমরা স্থলবন্দরে শুরু হয়েছে আমদানি-রফতানি। আর প্রথম দিনই ভারত থেকে পৌঁছেছে ৬ টাক ভরতি কঁচালঙ্ক। জোগান বাড়ায় এ সপ্তাহে বাজারে লঙ্কার দাম কমল কিছুটা। রবিবার বেলা ১১টা নাগাদ স্বাভাবিক আমদানি-রফতানি শুরু হয় সাতক্ষীরার ভোমরা বন্দর থেকে। জানা গিয়েছে, দুপুর ১২টা পর্যন্ত ২১টি পাথর বোঝাই ট্রাক ও ৬টি কঁচালঙ্ক বোঝাই ভারতীয় ট্রাক বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। ভোমরা স্থলবন্দর সি এন্ড এফ এজেন্স আসো

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ও
জুলাই।। এবার গাড়ি দুর্ঘটনায়
নিহতদের পাশে দাঁড়ালো রাজ
সরকার। বিগত ২৫জুন
কৈলাসহরের মাইল এডিসি
ভিলেজ এলাকায় অবস্থিত ইংরেজি
মিডিয়াম স্কুলের সম্মুখে গাড়ি
দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলে দুইজন
পথচারী নিহত হয়েছিলেন। এই
খবর শোনা মাত্রই ঘটনার পরের
দিন অর্থাৎ ২৬জুন হানীয় বিধায়ক
তথা মন্ত্রী টিংকু রায় দুই নিহতের
বাড়তে দিয়ে আদৃশ শাস্তি সহ
সামরিক কাজ করার জন্য মন্ত্রী
টিংকু রায় ব্যক্তিগত ভাবে কুড়ি
হাজার টাকা দিয়ে সাহায্য
করেছিলেন। উপর্যুক্ত, পরিবহন
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সড়ক
নিরাপদ করার কথা সরকার মুখ্য
যেভাবে বলছে, বাস্তবে সেভাবে
পদক্ষেপ নিচ্ছে না। অনেকে
ক্ষেত্রেই সরকারের উদ্যোগে
উদাসীনতা দেখা যায়। সড়ক
দুর্ঘটনা কমাতে এবং নিরাপদ সড়ক
নিশ্চিত করতে কী করবারী, ত
সরকারের অজ্ঞান নয়। কিন্তু ব্যক্তি
ও গাঢ়ী স্থার্থের কাবাগ পতিক্ষণি



আগৰতলায় রামকৃষ্ণ আশ্রমে গুরুপূর্ণিমা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে সোমবাৰ। ছবি নিজস্ব।

দৃঢ়টনায় নিঃতের পাশে দাঁড়ালেন মন্ত্রী টিংকু রায়

দিয়েও তা বাস্তবায়নে সরকার যথেষ্ট উদ্দোগী নয়। গত পাঁচশ জুন রোবোর রাতে কৈলাসহরের মাইলং এডিসি ভিলেজের ঠাকুর সিং পাড়ার ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলের সম্মেৰ্খে ২০৮১ বিকল্প জাতীয় সড়কে গাড়ি দুর্ঘটনার শিকার হন মোট ছয়জন পথচারী। স্থানীয় জনসাধারণের সহযোগীতায় তাদের নিকটবর্তী স্থান্ত কেন্দ্র সিঙ্গের বিল থামের কনিকা মেমোরিয়াল প্রাথমিক স্থান্ত কেন্দ্রে চিকিৎসার জন্য আনার পর কর্তব্যবরত চিকিৎসক ডাঃ সত্যজিৎ দও দুইজনকে মৃত বলে ঘোষণা দেন এবং আহত চারজনের মধ্যে দুইজনকে উন্মুক্তি জেলা হাসপাতালে উন্মত চিকিৎসার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ঘটনাস্থলে দুজনের মৃত্যু নিয়ে এক সময় অগ্নিগত হয়ে উঠে গোটা সিঙ্গের বিল এলাকা। উন্মেজিত জনতা কনিকা মেমোরিয়াল প্রাথমিক হাসপাতালে চুকে সরকারী সম্পত্তি ভাঙ্গুর সহ কর্তব্যবরত ডাঃ সত্যজিৎ দন্তকে মারবাধার কৰলে উনি এক সময় অচেতন্য হয়ে পড়েন। ঘটনাকেন্দ্র করে অগ্নিগত পরিস্থিতি সামাল দিতে মাঠে নামেন জে পুলিশ সুপার কান্তা জাস্বির, মহেন্দ্র পুলিশ আধিকারিক সহ উন্নকে জেলার জেলা শাসক তরিঁং কাচকমা। প্রচুর পুলিশ ও চিএসআর মোতায়েন করে পরিস্থিতি কিছু সামাল দিতে সক্ষম হয় প্রশাসন কিন্তু ঘটনার পরের দিন দুর্ঘটনার গাড়ির চালককে গ্রেফতারে দাবীতে পথ অবরোধে সামলি ও স্থানীয় প্রামাণ্যাসী। তাদের দাবী দুর্ঘটনায় মৃত নিকেন্দ্র দেববর্মা এবং বিদ্যাভাগী দেববর্মার পরিবারের সরকারী সাহায্য প্রদান করতে হয়ে এবং গাড়ি চালক অমিত সিনহাতে অবিলম্বে গ্রেফতার করে আইনে আওতায় আনতে হবে। দীর্ঘম্বর পথ অবরোধের পর প্রশাসন আধিকারিকদের আশ্বাসের পর প্রত্যেক অবরোধ তুলে ক্ষেত্রে অবরোধকারীরা। উক্ত ঘটনার পর কৈলাসহরের ৫২ চড়ি পুরুষ এলাকার বিধায়ক তথ্য রাজের মত টিকু বায় মৃত নিকেন্দ্র দেববর্মা এবং বিদ্যাভাগী দেববর্মা

কে
তি
লা
মা
টি
স্তি
র
টা
ন।
য়া
র
হয়
বী
বং
ক
বে
ক
র
ন
ক
থ
ন
র
র
দ্বী
র
মা
র

পরিবারের সাথে দেখা করেন এবং
সরকারী সাহায্যের আশ্রয় দেন।
মন্ত্রী টিংকু রায়ের কাছ থেকে
রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা এই
ঘটনা শোনার পর মুখ্যমন্ত্রী খুবই
ব্যাধীত হয়ে পড়েন। এবং
মুখ্যমন্ত্রীর ভান তহবিল থেকে মৃত
দুই পরিবারের হাতে চার লক্ষ চার
লক্ষ করে মোট আট লক্ষ টাকা
দেবেন সিদ্ধান্ত নেন। এই সিদ্ধান্ত
অনুযায়ী তেসরো জুলাই সোমবার
দুপুর ২টা নাগাদ সিংগিরিবিল
এলাকার বাসিন্দা তথা ২৫জুন
গাড়ি দুর্ঘটনায় নিহত নিকেন্দ্র
দেববর্মা এবং বিদ্যাভাগী দেববর্মার
বাড়িতে মন্ত্রী টিংকু রায় যান। দুই
পরিবারের হাতে চার লক্ষ টাকার
সেনশন লেটার দেওয়ার পর মন্ত্রী
টিংকু রায় জানান যে, রাজ্যের
মুখ্যমন্ত্রীর ভান তহবিল থেকে চার
লক্ষ করে দুই পরিবারের হাতে
মোট লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে।
মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা নিজেই এসে
চেক দেওয়ার কথা থাকলেও
বিশেষ কাজের জন্য উনি নিজে
না এসে মন্ত্রী টিংকু রায়কে
পাঠিয়েছেন বলে জানান।

জেলা শাসক সাজু ওয়াহুদ
সভাপতিপতি বিভীষণ চন্দ্ৰ দাস
নিখিল চন্দ্ৰ গোপ, আৰ্যকলে
শিক্ষক আশ্বিন চৌধুৰী, কান্তা
কেন্দ্ৰের গোমতি জেলার অ-
অতিথিগণ আলোচনা রাখে
ধৰে, যুবকদের দেশ গঠনের
ত্রিপুরা জেলা ভিত্তিক যুব উ-
কলেজ ও বেসেরকারি সংস্থা
গ্রহণ করে। ইভেন্টে গুলুহলো
ন্ত্য ও আবৃত্তি, কৰিতা রাইফে
তৃতীয় হয়েছে তারা আগ
অংশে গ্রহণ করবে। অধিক :
অংশ গ্রহণ করে। সবশেষে র
চক্ৰবৰ্তী প্রতিযোগিতায় যারা
সংস্পত্র তুলে দেন।

জগন্নাথ উদ্যোগে ৬

পয়টনের বিকাশে রাজ্যের বর্তমান সরকার বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে : পয়টনমন্ত্রী

ନିଜସ୍ବ ପ୍ରତିନିଧି, ଆଗରତଳା, ୩ ଜୁଲାଇ ।। ମେଲା ମାନେଇଁ ସବ ଅଂଶେର
ମାନୁସେର ମିଳନ । ଏହି ମିଳନେ ମାନୁସେର ହସଦେର ଛୋଟା ପାଓୟା ଯାଇ । ଏହି
ମିଳନ ମେନ ସମାଜ, ବାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶର ଉତ୍ସବରେ ଏବଂ ଅଗ୍ରତିର ଜନ୍ୟ ହେ
ଦେଖିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରାଖିତେ ହେବ । ଆଜ ମେଲାଘରେ ଭୌରାଶ୍ଵା କାଳୀ ମନ୍ଦିରେର
୮ମ ବାଂସରିକ ଉଂସବ ଉପଲକ୍ଷେ ତ୍ରିନଦିବ୍ୟାପୀ ମେଲା, ରଥ ପରିବ୍ରଜନ ଓ
ମହାୟାନୁଷ୍ଠାନେର ଉତ୍ସବରେ ଉତ୍ସବରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଶ୍କାନ୍ତ ଚୌଥୀଏ ଏକଥା ବଲେନ ।
ତିନି ବଲେନ, ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତରେ ବିକାଶେ ରାଜେର ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ବିଶେଷ
ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରେଛେ । ଭୌରାଶ୍ଵା କାଳୀ ମନ୍ଦିରରେ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ହିସେବେ ତୁଳେ ଧରତେ ପାରାଲେ ଏଲାକାର ଆରା ଉତ୍ସବିତ ହଟିବେ ।
ଏହି ଏଲାକାର ମାନୁସ ଏତେ ନାନାଭାବେ ଉପକ୍ରମିତ ହେବେ । ଅନୁଷ୍ଠାନେ ଏହାଡ଼ାଙ୍କ
ବକ୍ତ୍ବୟ ରାଖେନ ବିଧ୍ୟାକ କିଶୋର ବର୍ମଣ, ସମାଜସେବୀ ଦେବବତ ଭାରତୀୟ, ଭୌରାଶ୍ଵା
କାଳୀ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଟି ତୀରାମନି । ସ୍ଵାଗତ ବକ୍ତ୍ବୟ ରାଖେନ ଭୌରାଶ୍ଵା
କାଳୀ ମନ୍ଦିରର ବାଂସରିକ ଉଂସବରେ ସଭାପତି ନାରାୟଣ ଦାସ ।

বিলোনীয়ায় যুব উৎসব অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৩ জুলাই।। আজ দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা ভিত্তিক যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয় সোমবার বিলোনিয়াতে। প্রদীপ পঞ্জলন ও রাষ্ট্রীয় গৌত্রের মধ্য দিয়ে এই দিনের যুব উৎসবের সুচনা হয় বিলোনিয়া আর্য কলোনি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কল্যাণে হলে। নেহেরং যুব কেন্দ্র গোমতী জেলা শাখা ও ভারত সরকারের যুব কল্যাণ, ক্রীড়া বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদোগে আয়োজিত হয় যুব উৎসব। স্বামী বিবেকানন্দের জ্ঞানবাবিকী উপলক্ষে ১২ ই জানুয়ারি দিনটি জাতীয় যুব দিবস হিসেবে উদযাপন করা হয়ে থাকে। ভারতের যুব সমাজকে দেশ গঠনের কাজে এক সমবেত শক্তিতে পরিণত করতে উন্নত করার উদ্দেশ্যে নিয়ে এই দিনের যুব উৎসব আয়োজিত হয়। দক্ষিণ জেলা ভিত্তিক আয়োজিত যুব উৎসবের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, দক্ষিণ জেলা শাসক সাজু ওয়াহিদ এ, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি বিভীষণ চন্দ্র দাস, বিলোনিয়া পুর পরিষদের চেয়ারম্যান নিখিল চন্দ্র গোপ, আর্যকলোনি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আশিষ চৌধুরী, কাউন্সিলর বাবুল ভৌমিক সহ নেহেরং যুব কেন্দ্রের গোমতি জেলার অধিকর্তা ও অন্যান্য অতিথিগণ। উপস্থিত অতিথিগণ আলোচনা রাখতে গিয়ে, স্বামীজির আদর্শ ভাব ধারা তুলে ধরে, যুবকদের দেশ গঠনের কাজে এগিয়ে আসার আহ্বান রাখে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা ভিত্তিক যুব উৎসবে মোট পাঁচটি ইভেন্টে বিভিন্ন স্কুল কলেজ ও বেসরকারি সংস্থা থেকে প্রতিযোগী ও প্রতিযোগিনিরা অংশ গ্রহণ করে। ইভেন্ট গুলু হলো বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, অঙ্কন, ফোটোগ্রাফি, নৃত্য ও আবৃত্তি, কবিতা রাইটিং, এই প্রতিযোগিতায় যারা প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় হয়েছে তারা আগরতলায় রাজ্য ভিত্তিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে। অধিক সংখ্যায় ছাত্র ছাত্রীরা এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। সবশেষে রাজ্য নেহেরং যুব কেন্দ্রের ডাইরেক্টর জবা চক্রবর্তী প্রতিযোগিতায় যারা প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় হয়েছে তাদের হাতে সংস্পর্শ তলে দেন।

জগন্নাথ সুইমিং পুলের উদ্যোগে গঙ্গাপুজা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুলাই।। জয় জগন্নাথ সুইমিং সোসাইটি জগন্নাথ বাড়ি পার্কের উদ্যোগে দিতিয়বারের মতো অনুষ্ঠিত হয় সর্বজনীন গঙ্গা পূজা। মূলত জগন্নাথ বাড়ি পার্কে যারা যোগা প্রশিক্ষণ নেয়া, পাশাপাশি জগন্নাথ বাড়ির দীর্ঘিতে যারা সাঁতার প্রশিক্ষণ নেয় তাদের উদ্যোগেই এই পূজোর আয়োজন। আজ এই গঙ্গা পূজায় উপস্থিত ছিলেন মেয়ের দীপক মজুমদার, কপর্টের রঞ্জ দন্ত, কপর্টের জাহাঙ্গী দাস চৌধুরী, কপর্টের অভিজিৎ সহ অন্যান্য।

চা বাগানের শ্রমিক পরিবারের কৃতি সন্তানদের সংবর্ধনা

৩, ত জলাই ।। মহান
উত্তপুরা চা শ্রমিক উন্নয়ন
র মনুভালী চা বাগানে
এই বছর চা বাগানে
শ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর
উত্তীর্ণ ছাত্র ছাত্রীদের
স্থানটি শুরু হয় দুপুর
লেনেন ত্রিপুরা চা শ্রমিক
দশ উড়িয়া, সম্পাদক
টিক কলাৰ এৰ সভাপতি
প্ৰমুখ । মুখ্য অতিথি
কলাসহৰেৱ বিশিষ্ট
কলাসহৰেৱ বিভিন্ন চা
উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ
স্থ হয়ে উঠে অনুষ্ঠান ।
গাগ পৰিবেশন কৱেন
স্থানে স্থাপিত
কানহো, ফুলো, ঝানো মূৰ্মু দেৱ ছবিতে ফুল দিয়ে
আদ্বা নিবেদন কৱেন স্বাই । এৰ পৰ অনুষ্ঠানে
আলোচনায় অংশ গ্ৰহণ কৱে সভাপতি স্বদেশ উড়িয়া
ছাত্র ছাত্রীদেৱ নিজেদেৱ এলাকায় এলাকায় ছেট ছেট
শিশুদেৱ পাঠদানেৱ জন্য এগিয়ে আসৱ আছান
জানান । অপৰ বক্তা লাল মুন্ডা সমস্ত ছাত্র ছাত্রীদেৱ
অভিনন্দন জনিয়ে বলেন পড়াশুনৰ পাশাপাশি
সমাজেৱ উন্নয়নে কাজ কৱাৰ জন্য । বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ
প্ৰণয় কাস্তি সেন মূল্যবান আলোচনা কৱেন এবং ছাত্র
ছাত্রীদেৱ হৃষি দিবসেৱ তাৎপৰ্য তুলে ধৰে বক্তৃতা রাখেন ।
এৱপৰ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছাত্র ছাত্রীদেৱ হাতে সৎৰ্বৰ্ধনা
পত্ৰ ও শিক্ষা সামগ্ৰী তুলে দেওয়া হয় । এই অনুষ্ঠান
শ্ৰেণী হৃষি দিবস উপলক্ষে একটি বৰ্ণায় রেলীৰ
আয়োজন কৱা হয় । রেলীটি মনুভালীৰ বিভিন্ন রাস্তা
পদক্ষিণ কৱে মনুভালী অফিসেৱ সামনে এসে শ্ৰেণী
হয় । জল, জমি, জন্মলেৱ অধিকাৰেৱ প্ৰশ্নে লড়াইকে
আৱো বেগবন কৱাৰ শপথে হৃষি দিবস পালিত হয়
অন্তৰ্ভুক্ত অৰ্পণাবলৈ ।

পেটোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

যাদিলি, ত জুলাই (ই.স.) : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম প্রায় ঘোষণা আব্যাহত রয়েছে। আজ ব্রেন্ট অপরিশোধিত তেলের দাম প্রায়েল প্রতি প্রায় ৭৬ এবং ডিগ্রাউটিআই অপরিশোধিত তেলের দাম প্রায়েল প্রতি ৭.১ ডলারের কাছাকাছি। যদিও সোমবারও সরকারি খাতের তল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও

৮৪.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। মুশ্বিতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকায়। চেমাইতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের ৯৪.২৪ টাকা। কলকাতায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.০৩ টাকা আর ডিজেলের দাম ৯২.৭৬ টাকা। ভ্যাট এবং মালবাহী চার্জারের উপর নির্ভর



ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਅਤੀਥਿਤ ਕਰਿਆਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਿਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰਿਆਂ

ষষ্ঠ দিনেও বিক্ষেপের আগনে পুড়েছেফাল, বিক্ষেপকারীদে
শান্ত হওয়ার আরজি নিহত কিশোরের দিমার

প্যারিস, ও জুলাই (ই.স.) :
পুলিশের গুলিতে ১৭ বছরের
কিশোর নাহেলের খুন হওয়ার
প্রতিবাদে গত ৬ দিন ধরে অগ্রিমভাৱে
ফ্রান্স। সোশ্যাল মিডিয়ায় আনেকেই
অভিযোগ কৰেছেন প্রতিবাদের
নামে কার্যত দাঙ্গা চলছে সেখানে।
পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে যানবাহন।
হামলা চালানো হচ্ছে ব্যাংক ও
প্রস্থাপ্তারেও। এছেন পরিস্থিতিতে
বিক্ষেপকারীদের শাস্তি হওয়ার
আবজি জানালেন পুলিশের
গুলিতে নিহত কিশোর নাহেলের
দিদি। তিনি সংবাদমাধ্যমকে
বলেছেন, এভাবে দোকানপাট,
যানবাহন, স্কুলকলেজ ধ্বনিস করে
কোনও সমাধান হবে না। এমনটা
চান না তাঁরা। নাদিয়া আবও
বলেন, ‘দাঙ্গাকারীৱা এখন
নাহেলের মত কৈকে কেবল

অজুহাত হিসেবে ব্যবহার কৰে।
আমরা চাই পরিস্থিতি শাস্তি হোক।’
ঘটনার সূত্রপাত হয় গত
মঙ্গলবার। অভিযোগ, টাফিক
আইন আমান্য কৰে নাহেল এম
নামের ১৭ বছরের এক কিশোর।
প্যারিসের পাশে অবিস্থিত ন্তৰের
অঞ্চলে পৌঁছয় সে। সেই সময়
কয়েকজন পুলিশকর্মী তাকে
আটকানোর চেষ্টা কৰেন। তাদের
মধ্যে একজন বন্দুক তাক কৰে
ছিলেন। তারপর সেই কিশোর
পালানোর চেষ্টা কৰলে পয়েন্ট
ব্ল্যাক রেঞ্জ থেকে গুলি কৰেন সেই
পুলিশকর্মী। মৃত্যু হয় কিশোরের।
এর পরই উভাল হয়ে ওঠে
ফ্রান্স শনিবার সমাহিত কৰা।
হয়েছে নাহেলকে। অভিযুক্ত
পুলিশকর্মী নিহতের পরিবারের
কাছে ক্ষমা চায়েছেন। কিন্তু

তাতেও বিক্ষোভ কমার কোনও লক্ষণ নেই। যষ্ঠদিনেও হিংসা অব্যাহত। হিংসা থামানোর আরজি জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাঙ্কে। রক্ষা পাচ্ছেন না হাই প্রোফাইলরাও। গত শনিবার রাতে প্যারিসের দক্ষিণের এক শহরের মেয়ারের বাড়িতেও হামলা চালানো হয়। তাতে আহত হন তাঁর স্ত্রী ও সন্তান। এই পরিস্থিতিতেই বিক্ষোভকারীদের শাস্ত হওয়ার অনুরোধ জানালেন নাহেলের দিদি।

রবিবার ফ্রান্সের এক সংবাদমাধ্যমকে সাক্ষাৎকার দেন নাহেলের দিদি নাদিয়া। খচানেই তিনি অনুরোধ করেন, “দয়া করে বাড়ি ঘর ভাঙবেন না। বাসে আগুন লাগাবেন না। স্কুল হামলা চালাবেন না। এটসব ব্যক্ত করুন। আমরা শাস্তি চাই।” তিনি তা বলেন, তাঁর ক্ষেত্রে শুধুমাত্র অভিযুক্ত পুলিশকর্মীর উপর তাঁর নাতিকে হত্যা করে পুলিশ প্রশাসনের ওপর ক্ষেত্র নেই। বিচারব্যাবস্থা প্রতি তাঁর আচে অন্যদিকে, বিক্ষোভের ঘটনায় এখন পর্যন্ত দেড় হাজারের ও বিক্ষোভকারীকে থেপ্তার হয়েছে। আহত হয়েছেন পুলিশকর্মীও। এই দাস্তার কাস্ত সব কারি হিসাবে ক্ষয়ক্ষতি পরিমাণও অনেক। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ৪৫ হাজার সেমি মোতায়ন করা হয়েছে।

বিষয়ে রবিবার বিক্ষোভ প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাঙ্কের বৈঠকও করবেন।